বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

১১/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে
অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম বোর্ড সভার কার্যপত্র

১১/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২৬/১০/২০১৬ খ্রি.

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

২৫তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচি:

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

০২। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ভূতাপেক্ষ অনুমোদন;

০৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ;

০৪। স্টাফবাস কর্মসূচিতে ৪টি নতুন এসি মিনিবাস ক্রয়ের অনুমোদন;

০৫। স্টাফবাস কর্মসূচীর অকেজো ঘোষিত ১১টি গাড়ির মধ্যে ২টি গাড়ির নিলাম মূল্য অনুমোদন;

০৬। কল্যাণ বোর্ডের ৩টি অনুদান "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদান একীভূতকরণ" সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ অনুমোদন;

০৭। রাজশাহী ও ঢাকার কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া নির্ধারণ;

০৮। বোর্ডের দিলকুশাস্থ জমি হতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের নিমিত্ত রাস্তার জন্য ব্যবহৃত জমির দখল গ্রহণ প্রসংগ; এবং

০৯। বিবিধ:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর বিদ্যমান অসংগতি দূরীকরণার্থে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন; এবং

(খ) অন্যান্য দেশের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের শিক্ষাসফর সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

২৬/১০/২০১৬খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম বোর্ড সভার কার্যপত্র:

আলোচ্যসূচি: ১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭/০৪/২০১৬খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয় ৫ এর সিদ্ধান্ত (১) এ উল্লিখিত অর্থবছর '২০১৭-১৮' স্থলে '২০১৬-১৭' দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হবে। কার্যবিবরণীর আর কোন সংশোধন/ সংযোজন সম্পর্কে সদস্যদের নিকট হতে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা যেতে পারে।

২৭/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।	(১) প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবনের পুনর্গঠিত নকশা মে, ২০১৬ মাসের মধ্যে প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে তাগাদা দিয়ে পুনর্গঠিত নকশা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (২) প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের একজন যুগ্ম সচিব-কে প্রকল্প পরিচালক পদে পদায়ন করা হবে; (৩) স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থায় পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; (৪) শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটির ভাড়া নবায়ন না করে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে সেন্টারটি ছেড়ে দেয়ার জন্য র‍্যাব -২ এর নিকট পুনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হবে।	(১) কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ১৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার পরামর্শ ও নির্দেশনার আলোকে দেশের খ্যাতনামা স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ১ম সভা ১১/১১/২০১৫, ২য় সভা ২২/০৩/২০১৬ এবং ৩য় সভা ০২/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩য় সভায় স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্গঠিত নকশা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নকশা উপস্থাপনের জন্য অচিরেই সময় চাওয়া হবে। (২) প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের একজন যুগ্ম সচিব-কে প্রকল্প পরিচালক পদে পদায়নের জন্য গত ০৫/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০১.০১. ০০৩.০৪.খন্ড-৩.৬৭০ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(এপিডি) কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র দেয়া হয়েছে। (৩) স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য ০২/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ১২টি মন্ত্রণালয়/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করে তাদের অফিস চত্তরে অস্থায়ীভাবে গাড়ী রাখার জন্য অনুরোধ করা হলে পরিকল্পনা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর তাদের চত্তরে স্টাফবাস রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (৪) শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটি র‍্যাব-২ এর নিকট ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া দেয়া ছিল। উক্ত সেন্টারটি ভাড়া নবায়ন না করে খালি করার জন্য ০৭/০২/২০১৬ ও ২৯/০২/২০১৬খ্রি. তারিখে যথাক্রমে ৪২৭ ও ৪৮৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। ২৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯/০৫/২০১৬খ্রি.

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০১.০৩.০৩৪. ২৮.৮৫(অংশ-২)-৬৬৭ নং স্মারকে র‍্যাব-২ কে পুনরায় তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের নিকট থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় সেন্টারটি খালি করা সম্ভব হয়নি এবং চলতি অর্থবছরের জন্য ভাড়া নবায়নও করা হয়নি। বর্তমানে নবায়ন করা ছাড়াই উক্ত জায়গা র‍্যাবের দখলে রয়েছে। সর্বশেষ ১৮/০৭/১৬ খ্রি. তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০১.০৩.০২৮.৬৬৭ নং স্মারকে শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।
(খ)	বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	(১) চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিউনিটি সেন্টার দুটি ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় ২৩ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত নকশা প্রণয়ন করতে হবে; (২) স্থাপত্য অধিদপ্তর এর নিকট থেকে অনাপত্তি নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের নকশা প্রণয়ন করতে হবে; এবং (৩) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার/ মেরামতের জন্য ২,০১,০৬,৪৬০/- (দুই কোটি এক লাখ ছয় হাজার চারশত ষাট) টাকার অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী সংস্কার/ মেরামতের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে এবং এ বিষয়ে কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের পক্ষ থেকে তদারকি করতে হবে। (৪) কমিউনিটি সেন্টারগুলোর সংস্কার কাজ এ অর্থবছরের মধ্যেই সম্পন্ন করা ও কাজের গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	(১) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের নকশা প্রণয়নের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের অনাপত্তির জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্রযোগাযোগ করা হলে স্থাপত্য অধিদপ্তর ০১/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনাপত্তির বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ না করে জানিয়েছে যে, নকশা প্রণয়নে আরও সময় প্রয়োজন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্থাপত্য অধিদপ্তর অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে নকশা প্রণয়নে অনাপত্তি দিতে আগ্রহী নয়। চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে বোর্ডের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে বোর্ড সভায় আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। (২) ২৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার ও মেরামত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ শুরু হলে প্রধান কার্যালয় থেকে তা তদারকি করা হবে।
(গ)	সোনালী ব্যাংক ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইল করে সমন্বয়।	(১) বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ২০০৬ সন থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল দ্রুত সম্পন্ন করবেন; এবং (২) রিকনসাইল এর বিষয়টি চূড়ান্ত করতে প্রকৃতপক্ষে কত সময় প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানার প্রয়োজনে বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে দ্রুত একটি সভার আয়োজন করতে হবে।	(১) বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কল্যাণভাতার কার্ডভিত্তিক রিকনসাইলের চিত্র নিম্নরূপ: **ঢাকা:** সোনালী ব্যাংকের সার্ভার জনিত সমস্যার কারণে ২০০৬ হতে ২০১২ পর্যন্ত কল্যাণ ভাতার কার্ডের রিকনসাইলের কাজ করতে আরও সময় প্রয়োজন বলে রমনা কর্পোরেট শাখা থেকে ২১/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্রে জানিয়েছে। এ বিষয়ে ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে পুনরায় পত্র দেয়া হয়েছে। **চট্টগ্রাম:** ২০০৬ হতে ২০১২ পর্যন্ত ৫৮২২টি কার্ডের মধ্যে ৩৭০০টি কার্ডের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮৬৩টি কার্ডের হিসাব রিকনসাইল করে দেখা যায় যে, ১১৫৫টি কার্ডের বিপরীতে ব্যাংক ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ সমান আছে। ৩৭৯টি কার্ডের বিপরীতে ২৫,০৫,৫৪৫.৭০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ১৭/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে ব্যাংক বরাবরে পত্র দেয়া হয়। এতে কয়েকটি

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			শাখার ভুল রিপোর্টিং এর কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২৪/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে জানিয়েছে। অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন শাখা হতে পুনরায় হিসাব সংগ্রহ করে বোর্ডকে জানাবে বলে ব্যাংক জানিয়েছে। **রাজশাহী :** সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী কর্পোরেট শাখার বকেয়া দাবীকৃত টা. ১৮,২৪,৩৯,৩৩৩.৩৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য বোর্ডের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালককে আহবায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৭ থেকে ২৫ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত তথ্যাদি যাচাই করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে। প্রতিবেদন মোতাবেক ৩১/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বোর্ডের নিকট সোনালী ব্যাংকের পাওনার পরিমাণ ১৩,৫৮,১৬,৩৩৬.৬৪ টাকা। **খুলনা:** ২০০৬ হতে ২০১২ পর্যন্ত ২৪৩৫টি কার্ডের হিসাববিবরণী পাওয়া গেছে। এতে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত টাকা বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা কর্তৃক জমাকৃত টাকা অপেক্ষা কম। ২০১৩ হতে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল করার জন্য সোনালী ব্যাংক বরাবরে পত্র দেয়া হয়েছে। **রংপুর:** ২০১৩ হতে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের কার্ডভিত্তিক হিসাব করা হয়েছে এবং অচিরেই ব্যাংকের সাথে হিসাব রিকনসাইল করা হবে। **বরিশাল ও সিলেট:** বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের ২০০৬ সাল হতে ৩১/১২/২০১২ পর্যন্ত কল্যাণভাতার হিসাব রিকনসাইল সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৩ হতে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইলের কাজ চলছে। (২) ২৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও রমনা কর্পোরেট শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গত ১৯/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কল্যাণভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইল করার কাজটি সোনালী ব্যাংক লি. রমনা কর্পোরেট শাখা জুলাই, ২০১৬ মাসের মধ্যে সম্পাদন করবে। সে অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএও বরাবরে ১৭ই জুলাই, ২০১৬ তারিখে একটি পত্র দেয়া হলে সোনালী ব্যাংক এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার এজিএমগণকে ২১শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করে রিকনসাইল সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু কার্যত রিকনসাইলের কাজটি এখনো সম্পন্ন হয়নি।
(ঘ)	মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।	(১) মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের ভিতরের দেয়ালে টাইলস এর পরিবর্তে কাঠের প্যানেল স্থাপনসহ অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট ব্যয়বৃদ্ধি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৫% এর মধ্যে সীমিত রেখে অবশিষ্ট সংস্কার ও	(১) মতিঝিলস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ ০৪/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) এবং উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ও সংস্কার কাজের ঠিকাদার উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাঁরা নিশ্চিত করেন যে,

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে; (২) বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে গত ৫ বছরে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা কে কী কাজ করছে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে; এবং (৩) কমিউনিটি সেন্টারগুলো বছরে কতদিন ভাড়া হয়, কত টাকা ভাড়া পাওয়া যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে কী পরিমাণ ব্যয় হয় তার একটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরি করে আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অক্টোবর মাসের মধ্যে সংস্কার কাজ শেষ করে কমিউনিটি সেন্টারটি বোর্ডের নিকট বুঝিয়ে দেবেন। (২) গত ৫ বছরে বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ তালিকা সভায় উপস্থাপনের জন্য আলাদা নথিতে সংরক্ষিত আছে। তবে উক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সংখ্যাগত তালিকা (পরিশিষ্ট 'ক') এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা কে কী কাজ করছেন (পরিশিষ্ট 'খ'), ইত্যাদি তথ্য পাওয়া গেছে এবং ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। (৩) কমিউনিটি সেন্টারগুলো বছরে কতদিন ভাড়া হয়, কত টাকা ভাড়া পাওয়া যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে কী পরিমাণ ব্যয় হয় তার একটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরি করে উপস্থাপন করা হলো (পরিশিষ্ট 'গ')।
(ঙ)	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুর পর কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি জায়গা বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণের অনুমোদন প্রসঙ্গে।	বিভাগীয় কমিশনারগণ সরকারি কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	সরকারি কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ০৫/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনারগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ১৪/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে ঢাকা বিভাগের সকল জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানান। এছাড়া মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দাশড়া মৌজার আর. এস. ৩৫২ দাগের ১.৮৫ একর খাস জমির প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা এবং তার সর্বশেষ অবস্থা জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে উক্ত পত্রে অনুরোধ জানানো হয়।
(চ)	কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণ।	(১) সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থবিভাগ থেকে ২০/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখে প্রেরিত পত্রের দ্রুত জবাব প্রেরণ করতে হবে; (২) সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সত্বর সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে; এবং (৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ (বিধি ১৮(১) ব্যাতিরেকে) সংশোধনীর বিষয়ে ২৩তম বোর্ড সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রস্তাবের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(১) জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে ২৮/০৪/২০১৬খ্রি. তারিখে অর্থবিভাগ থেকে ২০/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখে প্রেরিত পত্রের জবাব অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ প্রস্তাবে অর্থবিভাগ সম্মতি প্রদান করে। উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ কর্মচারীগণের বেতনভাতাদি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের প্রস্তাবিত হার এবং একইসাথে কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদেয় সুবিধাদি ও যৌথবীমার এককালীন অনুদান ১০০% বৃদ্ধির বিষটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন। উক্ত পরামর্শের আলোকে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে ২২/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা (বর্তমান পরিমাণ থেকে ২০০% বৃদ্ধি), যৌথবীমার প্রিমিয়াম ৪০ টাকা থেকে ১০০ টাকা (বর্তমান পরিমাণ থেকে ১৫০% বৃদ্ধি) এবং কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদেয় আর্থিক অনুদান ও যৌথবীমার এককালীন অনুদান বর্তমান হার থেকে ১০০% বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ২২শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখে অর্থবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা সভাকে অবহিত করতে পারে। (৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের জন্য একটি

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			প্রস্তাব ১৭/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫ই জুন, ২০১৬ তারিখরে চাহিদা মতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে একটি প্রজ্ঞাপনের খসড়া ২৫/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগে ১৮/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কল্যাণ বোর্ডের আইনটি আগে সংশোধন করে অতঃপর বিধি সংশোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।
(ছ)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠন ও কমিটির কার্যপদ্ধতি অনুমোদন।	(১) সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ বাছাই ও অনুদান মঞ্জুরির জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন ও প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গত ১৭/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয়া হয় এবং তদানুযায়ী আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (২) সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ বাছাই ও অনুদান মঞ্জুরির জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন ও প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি কার্যকরের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনীর বিষয়ে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের বিধি অধিশাখায় ১৮/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গত ১৭/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত ইনোভেটিভ আইডিয়া অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তিতে করা সম্ভব হচ্ছে অথচ পূর্বে আবেদন নিষ্পত্তি হতে ক্ষেত্রমতে ১০মাস থেকে ১ বছর সময় লেগে যেত।
(জ)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্যের চেক EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ সংক্রান্ত।	শিক্ষাবৃত্তি, সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদান সেবাগুলোর মঞ্জুরিকৃত অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব নম্বরে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।	বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হতে গত মে, ২০১৬ মাস থেকে যৌথবীমা শিক্ষাবৃত্তি, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাস হতে সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের মঞ্জুরিকৃত অর্থ উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব নম্বরে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি প্রেরণ করা হচ্ছে।
(ঝ)	মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টারের গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুকুলে প্রদানকৃত অর্থ ফেরত সংক্রান্ত।	মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে গ্যাস সংযোগ দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।	মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার পর গ্যাস সংযোগের উদ্যোগ নেয়া হবে।
(ঞ)	স্টাফবাস কর্মসূচির বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্থায়ী ও অনিয়মিত জনবল অর্থবিভাগ থেকে জারিকৃত আউটসোর্স নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিয়োগ দান করতে হবে।	২৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৪/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগ দানের জন্য অংশগ্রহণকারীগণের নিকট প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন (এসএসসি পাশ ও হেভি লাইসেন্সধারী) গাড়ীচালক পাওয়া যায় নি। আউট সোর্সি সংক্রান্ত নীতিমালার সেবা গ্রহণের শর্ত ৭ এর 'ঙ' তে বলা আছে, "ড্রাইভারের সেবা আউট সোসিং এর মাধ্যমে গ্রহণের ক্ষেত্রে গাড়ীসহ ড্রাইভারের সেবা গ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদান

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			করতে হবে''। আউট সোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ড্রাইভার দ্বারা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব গাড়ী পরিচালনা করা হলে অল্প সময়ে গাড়ীগুলো নষ্ট হওয়ার আশংকা থেকে যাবে। উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অপর একটি সংস্থা সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের সরাসরি জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় স্টাফবাসের (গাড়ী ও যন্ত্রাংশ) নিরাপত্তা, সময়মত বিভিন্ন রুটে পরিবহন সেবা নিশ্চিত করার স্বার্থে স্টাফবাস কর্মসূচিতে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ন্যায় ড্রাইভার পদে সরাসরি নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সরাসরি নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ড্রাইভারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। বর্নিত অবস্থায়, স্টাফবাস কর্মসূচিতে গাড়ীচালক পদে আউট সোর্সিং নীতিমালা-২০০৮ এর অধীনে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার পূর্বক সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ন্যায় গাড়ীচালক পদে সরাসরি নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
(ট)	সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হবার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদানের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৮(১) উপবিধিতে (১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংশোধিত) বর্ণিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৮(৩) উপবিধি মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করা হয়।	সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হবার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদান সংশ্লিষ্ট ফরমটি সহজ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হবার কারণে ১১,৮১,০০০ (এগার লক্ষ একাশি হাজার) টাকার আর্থিক সহায়তার জন্য একটি আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে আলোচনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত এটি প্রথম আবেদন বিধায় আবেদনকারীর অনুকূলে অর্থ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বোর্ডের নিকট সরাসরি উপস্থাপনের বিষয়ে কমিটি একমত প্রকাশ করেছে।
(ঠ)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মিত ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকুরি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অনিয়মিত ও অস্থায়ী পদ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে সত্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা চলন্ত অবস্থায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অনিয়মিত ও অস্থায়ী পদ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে কি না সে বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (কল্যাণ শাখা) হতে ০৯/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৮৮৮ নং স্মারকে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় থেকে অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। তবে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অর্ন্তভুক্তির জন্য স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীগণ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩০৯০/২০১৫ নং রিট মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় ১৫ই জুন, ২০১৬ তারিখে ঘোষিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-**'ঘ'**)। উক্ত রায়ের নির্দেশনা এ যে, "the respondents are directed to consider the same *i.e.* regularization /absorption of the services of the petitioners into the revenue set-up in accordance with the guidelines given in **17 BLC (AD) 91** as soon as possible and without further delay.

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			17 BLC (AD) 91 এর নির্দেশনাসমূহ উল্লিখিত রায়ের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। উক্ত নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নির্ধারিত পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, সন্তোষজনক চাকরিকাল, মাসিকভিত্তিতে বেতন পরিশোধ, নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ, ইত্যাদি শর্তাবলীর কথা বলা হয়েছে। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীগণ ১৯৯৮ সালের চাকরি নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত। উক্ত কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি ও আদালতের নির্দেশনা সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় মামলার রায়ের আলোকে স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
(ড)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বোর্ড সভায় অবহিতকরণ।	(১) আগামী অর্থবছরে অন্তত ২৫টি নতুন বাস ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হবে; এবং (২) নতুন গাড়ী প্রতিস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে বিআরটিসি হতে আরও গাড়ী ভাড়া নেয়া হবে। বিভিন্ন বিভাগের জরাজীর্ণ স্টাফবাসগুলো অকেজো ঘোষণা করে বিআরটিসি হতে গাড়ী ভাড়া নিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা হবে।	(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটে ১১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উক্ত অর্থ দিয়ে গাড়ী ক্রয়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাজারদর যাচাই করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ও কারিগরি বিনির্দেশ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত গাড়ী ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ২টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। (২) চট্টগ্রাম বিভাগের ১টিসহ ১১টি গাড়ী ইতোমধ্যে অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি গাড়ীর অকেজো ঘোষণার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরীর জন্য বি. আর. টি. সি. হতে ২৬টি নতুন বাস ভাড়া করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি: ২। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পরিশিষ্ট- 'ঙ' তে উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠানে বিলম্ব হওয়ায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ২১ বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট ইতোমধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (নোটাংশের ফটোকপি সংযুক্ত)। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ২০২.৫২ কোটি টাকার বাজেটে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

প্রস্তাব: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ২০২.৫২ কোটি টাকার **বাজেটে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।**

আলোচ্যসূচি: ৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩টি পদ এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদসহ মোট ২১০টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। ২২ তম বোর্ড সভায় উক্ত পদসমূহ ৩০শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উক্ত ২১০টি পদ ৩০শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত পদসমূহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

প্রস্তাব: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৬৩ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টিসহ মোট ২১০টি পদ ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সংরক্ষণের (Retention) প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি: ৪। স্টাফবাস কর্মসূচীতে ৪টি নতুন এসি মিনিবাস ক্রয়ের অনুমোদন।

২৭ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪ তম বোর্ড সভায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত এগারো কোটি টাকায় অন্তত ২৫টি নতুন বাস কেনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারি কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৯৭৪ সালে একটি বাস ক্রয় করে ঢাকা শহরে স্টাফবাস কর্মসূচি চালু করা হয়। স্টাফবাস কর্মসূচিতে সর্বশেষ ২০১৩-১৪ সালে ১৪টি বাস প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড হতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরাসরি ক্রয় করা হয়। কিন্তু উক্ত গাড়িগুলোতে আসন ব্যবস্থা ও গাড়ির বডি অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বার বার পত্র যোগাযোগ করা সত্বেও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়া নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতিতে গাড়ি কেনা সমীচীন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় বাজার দর যাচাই করে দেখা যায় যে, ৫২ সিটের বড় বাসের বাজার মূল্যসীমা ৩৫ থেকে ৩৭ লাখ টাকা এবং মিনিবাসের বাজার মূল্যসীমা ৩০ থেকে ৩১ লাখ টাকা যা অর্থবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিনিবাসে যাতায়াতকারী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের এসি বাসের চাহিদা দীর্ঘদিনের। কিন্তু অর্থবিভাগের সার্কুলারে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত বাসের কোন নির্ধারিত ক্রয় মূল্যসীমা উল্লেখ নেই। স্থানীয় বাজার দর যাচাই করে দেখা গেছে যে, এসি মিনিবাসের বাজার দরসীমা ৩৭ হতে ৩৮ লাখ টাকা। উক্ত ৪টি এসি মিনিবাস ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাই বোর্ড সভার অনুমোদন প্রয়োজন।

প্রস্তাব: **অর্থবিভাগের সার্কুলারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের কোন নির্ধারিত ক্রয় মূল্যসীমা উল্লেখ না থাকায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচিতে কর্তকর্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৪টি নতুন এসি মিনিবাস ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা যায়।**

আলোচ্যসূচি: ৫। স্টাফবাস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ১১টি গাড়ির মধ্যে প্রাপ্ত ২টি গাড়ির নিলাম মূল্য অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ২৪/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্টাফবাস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ১১টি গাড়ি নিলামে বিক্রির জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ ২টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। মাত্র ২টি গাড়ির (ঢাকা-চ-২০১৭ ইসুজু মাইক্রোবাস এবং স-১১-০০৪৯(৪৬) টাটা টিসি বড় বাস) প্রাপ্ত দর (যথাক্রমে ৪৫,১০০/- এবং ৩,০৫,০০০/-) সংরক্ষিত মূল্যের (যথাক্রমে ৪৫,০০০/- এবং ৩,০০,০০০/-) চেয়ে বেশি। পুরাতন গাড়ী অকেজো ঘোষণা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত দর বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক নিষ্পত্তি হবে। প্রাপ্ত ২টি গাড়ির নিলাম মূল্য অনুমোদন করা যেতে পারে।

প্রস্তাব: **স্টাফবাস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ২টি গাড়ির প্রাপ্ত নিলাম মূল্য অনুমোদন করা যেতে পারে।**

আলোচ্যসূচি: ৬। কল্যাণ বোর্ডের ৩টি সেবা "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান একীভূতকরণ" সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সরকারি ও তালিকাভুক্ত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের জন্য প্রদেয় অনুদানের মধ্যে কল্যাণভাতা, যৌথবীমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান অন্যতম। প্রচলিত নিয়মে ৩টি অনুদানের জন্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ২ জন পরিচালকের অধীনে ৩টি অনুদান কার্যক্রম পৃথকভাবে নিষ্পত্তি করায় একই ব্যক্তির ৩টি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। কোন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে উক্ত ৩টি অনুদানই প্রাপ্য হন এবং অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কল্যাণভাতা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান প্রাপ্য হন। কোন আবেদনকারীর ৩টি অনুদানের প্রাপ্যতা থাকলে কল্যাণ বোর্ডের ২ জন পরিচালকের অধীনে ৩টি অনুদানের আবদেন নিষ্পত্তি হওয়ায় একটির সাথে আরেকটি আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে ট্র্যাক রাখা যায় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের ১ জন পরিচালকের অধীনে উক্ত ৩টি অনুদানের আবেদন একসাথে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, উক্ত ৩টি অনুদানের জন্য পৃথক ৩টি আবেদন ফরমে আবেদন করতে হয় এবং উক্ত ৩টি অনুদান মঞ্জুরির জন্য একই রকম কাগজপত্র/দলিলাদি প্রয়োজন হয়। এছাড়া মৃত ব্যক্তির অফিস প্রধানের ৩টি অগ্রায়ন প্রত্রের মাধ্যমে ৩টি আবেদন প্রেরণ করতে আবেদনকারীকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়।

সেবাপ্রার্থীর ভোগান্তি দূরীকরণার্থে সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ করে উল্লিখিত ৩টি অনুদান একসাথে অনুমোদন প্রদান যুক্তিসংগত ও সময়োপযোগী। এতে একজন আবেদনকারী ৩টি অনুদানের জন্য ৩টি পৃথক আবেদন ৩টি অগ্রায়ন প্রত্রের মাধ্যমে প্রেরণের পরিবর্তে ১টি ফরম ব্যবহার করে আবেদন দাখিল করতে পারেন। নতুন ব্যবস্থায় ফরমে অফিস প্রধানের প্রত্যয়নের স্থানে স্মারক নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় কোন ফরওয়ার্ডিং লেটারের প্রয়োজন হেব না। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে ২৮শে মে থেকে ০১ জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সেবাপদ্ধতি সহজ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। সে আলোকে উক্ত ৩টি সেবা একীভূত করে সেবাপদ্ধতি সহজ করার জন্য ১টি ফরম তৈরি করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, এ প্রস্তাব অনুমোদতি হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম দুটি সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে পরিচালকের নতুন পদনাম হতে পারে পরিচালক (প্রশাসন) এবং পরিচালক (উন্নয়ন)। পরিচালক (প্রশাসন) এর আওতায় সাধারণ কর্মী ব্যবস্থাপনা ও

প্রশাসন, বাজেট, কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান, ইত্যাদি এবং উন্নয়ন প্রকৃতির কার্যক্রম, যেমন: কল্যাণ ভবন নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার, মহিলা করিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্টাফবাস কর্মসূচি, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালক (উন্নয়ন) এর আওতায় পরিচালিত হতে পারে। একইভাবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং উপপরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম দুটি উপপরিচালক (প্রশাসন) এবং উপপরিচালক (উন্নয়ন) নামকরণ করা যেতে পারে। একইসাথে উপস্থাপিত ফরমটি (পরিশিষ্ট- 'চ') অনুমোদন করা যেতে পারে।

প্রস্তাব: **(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় ৩টি অনুদান (কল্যাণভাতা, যৌথবীমার ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান) পরিচালক (প্রশাসন) এর অধীনে সম্পাদনের বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে;**

(২) উক্ত ৩টি অনুদানের জন্য ১টি আবেদন ফরম ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। নতুন আবেদন ফরমটি অনুমোদন করা যেতে পারে;

(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম দুটি সংশোধন করে যথাক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) এবং পরিচালক (উন্নয়ন) রাখা যেতে পারে। একইভাবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং উপপরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম দুটি উপপরিচালক (প্রশাসন) এবং উপপরিচালক (উন্নয়ন) হিসেবে নতুন নামকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি: ৭। রাজশাহী ও ঢাকার কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া নির্ধারণ।

মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারটি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংস্কার ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টারের মেঝেতে নতুন টাইলস স্থাপন করা হয়েছে, সিলিং পরিবর্তন করা হয়েছে, পূর্বের দরজা-জানালা পরিবর্তন করা হয়েছে, মিলনায়তনের ভিতরের দেয়ালে কাঠের প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং শীতাতপ যন্ত্র সংযোজনসহ নতুন জেনারেটর সাব ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। উভয় কমিউনিটি সেন্টারের দৈনিক ভাড়া ছিল সর্বসাধারণের জন্য ৬,৫০০ এবং কর্মচারীদের জন্য ৩,৫০০ টাকা। ভৌত সুবিধাদি উৎকর্ষের কারণে সংস্কারকৃত কমিউনিটি সেন্টার দু'টির ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মতিঝিল ও রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরী ও রাজশাহীর বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। ঢাকা মহানগরী ও রাজশাহীর বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার বিবরণ নিম্নরূপ:

ঢাকার বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারের নাম	দৈনিক ভাড়ার হার (ডেকোরেটর সহ)	রাজশাহীর বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারের নাম	দৈনিক ভাড়ার হার (ডেকোরেটর সহ)
নিউ প্রিয়াংকা (মোহাম্মদপুর)	৪০,০০০	নানকিং চাইনিজ কাম কমিউনিটি সেন্টার	১৫,০০০
শাপলা (ধানমন্ডি)	৮৫,০০০	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার	২৫,০০০
সানাই (ওয়ারী)	৭৫,০০০	মাস্টার শেফ চাইনিজ এবং কমিউনিটি সেন্টার	২০,০০০
আনন্দ (পল্টন)	৮০,০০০		
হোয়াইট হাউজ (শান্তিনগর)	৯০,০০০		
ইয়াংতাই (মিরপুর-১১)	৫৫,০০০		
অফিসার ক্লাব (বেইলি রোড)	৪০,০০০ (সরকারি কর্মচারী) ১,৪০,০০০ (অন্যান্য ব্যক্তি)		
সেতারা কনভেনশন (মিরপুর)	৭৫,০০০		
গামারাস (পান্থপথ)	৬৫০০০		
রূপালী (মিরপুর)	৪০,০০০		
ময়ূরী (মিরপুর-১)	২০,০০০		
বিলাসি (মিরপুর-১১)	৩৫০০০		
সি প্যালেস (উত্তরা)	৭৫,০০০		

মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন কমিউনিটি সেন্টার এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুনর্নির্ধারণের জন্য বোর্ড সভায় পেশ করা হলো।

প্রস্তাব: **মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টার এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।**

আলোচ্যসূচি: ৮। **বোর্ডের দিলকুশাস্থ জমি হতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের নিমিত্ত রাস্তার জন্য ব্যবহৃত জমির দখল গ্রহণ প্রসংগে।**

১৯৮৮ সালে বায়তুল মোকাররমের মসজিদে মুসুল্লিদের যাতায়াতের জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বায়তুল মোকাররমের পূর্ব দিকের গেট হতে রাজউক এর রাস্তা পর্যন্ত নতুন সংযোগ সড়কটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমির ওপর নির্মিত হয়। সড়কটির উত্তর পশ্চিমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, ব্যাংক আল-ফালাহ লি., শ্রম পরিদপ্তর ও শিপিং কর্পোরেশনের ভবন রয়েছে। রাস্তাটি ব্যবহারের ব্যাপারে ০৯/০৭/১৯৯৫ খ্রি. তারিখে সাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে; ''বায়তুল মোকাররম মসজিদের জন্য কল্যাণ তহবিলের ৭.১৩ কাঠা জমির উপর নির্মিত রাস্তাটির মালিকানা কল্যাণ তহবিলের অনুকূলে থাকিবে। রাস্তাটি কল্যাণ তহবিল ভবন এবং বায়তুল মোকাররমের মুসল্লিগণ যৌথভাবে ব্যবহার করিবেন।''

বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিগণ এবং কল্যাণ ভবনে(প্রস্তাবিত) যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাটি নির্মিত হলেও কয়েক বছর থেকে রাস্তাটি বন্ধ রয়েছে। রাস্তাটির পূর্ব পাশে লোহার তৈরি বড় একটি গেটে কে বা কারা তালা লাগিয়েছে। পকেট গেটটি খোলা আছে। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মুসল্লিগণ যাতায়াত না করায় পরিত্যক্ত রাস্তাটি এখন আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এছাড়া রাস্তার উত্তর পাশে অজ্ঞাত ব্যক্তি ঝুপরি ঘর তৈরি করে রাতের অন্ধকারে মাদক সেবনসহ অসামাজিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে বলে জানা যায়। রাতে উক্ত স্থানে বাস, ভ্যান গাড়ী রাখা হয়, বহিরাগত মাদকাসক্ত ও ছিনতাইকারীদের আড্ডা বসে। সড়কের দু'ধারের ফুটপাত জুড়ে রয়েছে চা, সিগারেট, সেলুন, ভাজারির দোকান, ভাতের হোটেলসহ অন্যান্য দোকানপাট। অবৈধ দখলদার, দোকানদার এবং দোকানে আসা খরিদ্দাররা বর্তমানে রাস্তাটি ব্যবহার করছেন। এর ফলে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হচ্ছে না মর্মে বোর্ডের উপপরিচালকদ্বয়ের দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিগত ০৪/০৯/২০০৬ ও ০৬/০৩/২০০৭ খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিলের ৭.১৩ কাঠা জায়গা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিকট ফেরত প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা-কে অনুরোধ করা হলেও এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২১/০৯/২০১১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বোর্ড সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বোর্ডের মহাপরিচালক দিলকুশাস্থ জায়গাটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বোর্ডের নিজস্ব জায়গাটি বোর্ডের দখলে আনার ব্যবস্থা করবেন। জায়গাটি বোর্ডের মহাপরিচালক ইতোমধ্যে পরিদর্শন করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বোর্ডের প্রস্তাবিত ৩০ তলা কল্যাণ ভবন নির্মাণের পুনর্গঠিত ডিপিপি তৈরির কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে। এমতাবস্থায়, ভবন নির্মাণের কাজে ও বর্তমানে স্টাফ বাসের যাতায়াতে ব্যবহারের জন্য জায়গাটি বোর্ডের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কর্মচারীগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদপূর্বক অবিলম্বে ৭.১৩ কাঠা জমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দখলে নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব গেট বরাবর রাস্তার মালিকানা দাবী করে রাস্তার পূর্ব প্রান্তে লোহার খুঁটি পুঁতে ইতোমধ্যে দখল গ্রহণ করেছে। কাজেই কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুরূপভাবে কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন অংশ দখলে নেয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাব: **বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের সুবিধার্থে নির্মিত রাস্তার জন্য প্রদত্ত এবং বর্তমানে পরিত্যক্ত রাস্তার অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে বোর্ডের মালিকানাধীন দিলকুশাস্থ ৬নং দাগের ৭.১৩ কাঠা জমির দখল গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।**

আলোচ্যসূচি: ৯। **বিবিধ:**

(ক) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর বিদ্যমান অসংগতি দূরীকরণার্থে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ২০ জানুয়ারি, ২০১৬খ্রি. তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৬৬.১১.০০২.১৬.০৭/১(৩) নং স্মারকে ১৬টি পদ এবং ০৩ এপ্রিল, ২০১৬খ্রি. তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৬৬.১১. ০০২.১৬.৬৫/১(৩) নং স্মারকে ২০ টি পদ সরাসরি নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। উক্ত পদসমূহে নিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলে প্রোগ্রামার, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা, নিয়োগ পদ্ধতি এর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ করে বোর্ডের চাকরি প্রবিধানমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্যদিকে কতিপয় পদের জন্য সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা, নিয়োগ পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতার স্থানে তফসিলে অন্য নিয়োগ বিধি অনুসরণের কথা বলা থাকায় উক্ত পদে সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য The Stenographer & Typist (Ministries, Division and attached departments) Recruitment Rules, 1978 অনুযায়ী হবে মর্মে তফসিলে বলা আছে। অথচ ঐ নিয়োগ বিধিটি ইতোমধ্যে বাতিল হয়েছে এবং তদস্থলে বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচার)) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩-তে উল্লিখিত বিধিটি বাতিল হওয়ায় সেটি অনুসরণ করা সমীচীন হবে না বলে প্রতীয়মান। এছাড়া, উক্ত পদসমূহে যে নিয়োগবিধি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তাতে

সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা যাবে না মর্মে উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হওয়ায় পিএসসি এর সাথে পরামর্শ করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে, কেননা পিএসসি শুধু সরকারি সংস্থার নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। তাছাড়া, উক্ত নিয়োগ বিধি অনুসরণ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগও নেই, কেননা উক্ত নিয়োগবিধিতে পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ এক ও অভিন্ন নয় এবং যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতারও তারতম্য আছে। এ সমস্ত জটিলতা নিরসন কল্পে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উক্ত পদসমূহের বিপরীতে বয়স, নিয়োগ পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধামালা, ২০১৩ এর তফসিল সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর অসঙ্গতি দূরীকরণ ও প্রবিধানমালাকে যুগোপযোগী করণার্থে ২৮শে এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় উত্থাপিত প্রস্তাব চূড়ান্ত করণার্থে উপপরিচালক চট্টগ্রামকে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ২৪শে আগষ্ট, ২০১৬ খ্রি. তারিখে আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের মতামতেরভিত্তিতে উক্ত প্রবিধানমালার তফসিল সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। সময়ের চাহিদা, কাজের ধরন ও প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি, পরিচালকের দুটি, উপপরিচালকের ২টিসহ ১২৮টি নতুন পদ সৃষ্টি, ০৮ বিভাগীয় উপপরিচালকের পদ পরিচালক পদে উন্নীতকরণ এবং ৩৮টি পদ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। তবে প্রবিধানমালা সংশোধনের কোন পদ্ধতি আইনে বর্ণিত হয়নি। তাই প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিধানমতে প্রবিধান সংশোধনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী সরকারের অর্থাৎ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রবিধানমালা সংশোধন না করে শূন্য পদে নিয়োগদান করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে প্রবিধানমালা সংশোধনের উক্ত প্রস্তাব (পরিশিষ্ট- 'ছ') অনুমোদন করা যেতে পারে।

প্রস্তাব: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর বিদ্যমান অসঙ্গতি দূরীকরণ এবং এটিকে যুগোপযোগী করা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংশোধনী সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে অনুমোদন করা যেতে পারে।

(খ) অন্যান্য দেশের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সরকারি ও তালিকাভুক্ত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ের দাবীতে উক্ত কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষত বাংলাদেশের নিকটবর্তী দেশসমূহে সরকারি কর্মচারীদের জন্য কি ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা পরিদর্শন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক বা একাধিক প্রতিনিধিদলকে নিকটবর্তী দেশসমূহে অর্থাৎ ভারত, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ইত্যাদি দেশে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ শিক্ষা সফরের ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ভ্রমণ ব্যয় খাত (কোড নং ৪৮০১) থেকে নির্বাহ করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে উক্ত বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখাও হয়েছে।

প্রস্তাব: অন্যান্য দেশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য গৃহীত কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের শিক্ষাসফরে প্রেরণের বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে।

---------- o ----------